১৪. কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে সাধারণ ঋণের নিয়ম অনুযায়ী সুদের অর্ধেক জরিমানা প্রদেয়।

১৫. যদি কোন সদস্য এই ঋণ পর পর ৬ মাস প্রদান করতে ব্যর্থ/অপারগ হয় তবে সমিতি উক্ত ঋণ আদায় করার জন্য আবেদনকারীকে স্থায়ী অনিয়মিত সদস্য হিসেবে তার MICR চেক ব্যাংকে জমা দিয়ে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উপরোক্ত নীতিমালা প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করার সম্পূর্ণ সমিতির এখতিয়ারভূক্ত।

ঋণের টাকা প্রদান ঃ

আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা পর্যন্ত হলে ঋণদান পরিষদ অনুমোদন দিতে পারবেন । ফলে এ পরিমাণ ঋণের টাকা আবেদনপত্র জমা হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহে প্রদান করা হয়। ১,০০,০০০.০০ টাকার উর্ধ্বে সকল ঋণ আবেদনপত্র মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমা দিলে তা মাসিক ঋণ সভায় অনুমোদন করা হয় । অফিস কর্তৃক ঋণ আবেদনপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা পর ঋণদান পরিষদ ও বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণের টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদান করা হয়।

ঋণ আবেদনপত্র জমা দেয়ার নিয়মাবলী ঃ

১. যে সকল সদস্য ক্রেডিটের কার্য এলাকা বা দেশের বাইরে চাকুরীরত সেই সকল সদস্যকে ঋণ আবেদন ফরম জমাদান অথবা ঋণের টাকা গ্রহণের জন্য যে কোন একবার ক্রেডিটে স্বশরীরে উপস্থিত হতে হবে। অন্যথায় উক্ত ঋণ আবেদনপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে । যে কোন ব্যতিক্রম পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২. মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা আবেদনকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। কোন প্রকার অঙ্গীকারপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. মাসের যে কোন সময় ঋণ আবেদনপত্র জমা নেওয়া যাবে।

আবেদনকারীর করণীয় বিষয়সমূহ ঃ

১। সঠিক উপায়ে ঋণ আবেদনপত্র পূরণ অবশ্যই করণীয়।

২। ঋণ আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা।

৩। ঋণের আবেদনপত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা তা আবেদনপত্র জমা দেয়ার পর অফিস প্রদত্ত তারিখে এবং অফিস চলাকালীন নিজ দায়িত্বে জেনে নেয়া এবং সমস্যা থাকলে অতিসত্তর সংশোধন করে দেয়া।

৪। ঋণ আবেদনকারীর নিজের এবং জামিনদারদের টেলিফোন নম্বর অবশ্যই দিতে হবে।

ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ ঃ

১। আবেদনকারীর ঋণের প্রয়োজনীয় সকল জামিনদারের পাশ বই, আবেদনকারীর সঞ্চয়ী হিসাবের পাশ বই , প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অঙ্গীকারনামা ও জামিন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা ব্যতীত ঋণ আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে ।

২। ক্রেডিট কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ আবেদনপত্রে যথাযথ ও সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে । ঋণের আবেদনপত্রে কোনক্রমেই ফ্লুইড ব্যবহার বা ঘসামাজা করা যাবে না । যদি কোন কারণে ভুল হয় তবে একটানে কেটে উক্ত স্থানে আবেদনকারীকে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে ।

৩। ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে ঋণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে ।

৪। ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার প্রদানকারীকে একজন জামিনদার হিসেবে গণ্য করা হবে ।

শিশু সেভিংস স্কীম এর নিয়মাবলী ঃ

১। মঠবাড়ী মিশনের ১ দিন থেকে ১০ বছরের খ্রিস্টান পরিবারের সকল শিশুর জন্য এই স্কীম প্রযোজ্য। এই স্কীম ১০ ও ১৫ বছর এ দুইটি মেয়াদে খোলা যাবে।একই নামে একাধিক স্কীম হিসাব খোলা যাবে।

২। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে স্কীমের টাকা জমা দিতে হবে এবং জমা দেয়ার সময় অবশ্যই পাশ বই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৩। যদি কোন মাসে জমা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যত মাসের জমা দিতে ব্যর্থ হবে তত মাসের জমা এক সাথে দিতে হবে। এবং সেই সাথে মোট জমার ৫% মাসিক হারে জরিমানা দিতে হবে।

৪। যার নামে এই স্কীম খোলা হবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর বোনাস সহ স্কীমের উল্লেখিত পরিমাণ টাকা তাকে দেয়া হবে। তবে অনিয়মিত কোন হিসাবে মেয়াদ পূর্তির পর বোনাস পাবে না।

৫। মাসের যে কোন দিন অফিস চলাকালীন সময় উক্ত স্কীমের নতুন হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার পর পরবর্তী মাসের জমা ১০ তারিখের মধ্যে নিয়মিত প্রদান করতে হবে।

৬। যদি কেউ পরপর ছয়মাসের বেশী জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তার স্কীম বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি তার স্কীমের মেয়াদ ১২ মাস পূর্ণ হয় তবে সে আসল ও সেভিংস হারে সুদ পাবে। অন্যথায় শুধু আসল টাকা ফেরত পাবে।

৭। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ হলে ১০০/- টাকা হিসাব খরচ বাবদ প্রদান করতে হবে।

৮। পাশ বই হারালে বা নষ্ট হলে যথাযথ কর্তপক্ষ বরাবর আবেদন করে ৫০/- টাকা ফি প্রদানের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট পাশ বই সংগ্রহ করা যাবে।

৯। স্কীমের উল্লেখিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে সদস্য চাইলে আবেদনের মাধ্যমে ঐ স্কীমের মেয়াদ বর্ধিত করতে পারবেন। (যদি ১৫ বছর মেয়াদী না হয়)।

১৫ বছর মেয়াদী হিসাবের বিবরণ ঃ

মাসিক জমা	মোট	মূল	বোনাস
১০০/-	৩৮,৪০০/-	৩৭,৬০০/-	৮০০/-
২০০/-	৭৬,৮০০/-	৭৫,২০০/-	১,৬০০/-
৩০০/-	১,১৫,২০০/-	১,১২,৮০০/-	২,৪০০/-
৫০০/-	১,৯২,০০০/-	১,৮৮,০০০/-	৪,০০০/-
১,০০০/-	৩,৮৪,০০০/-	৩,৭৬,০০০/-	৮,০০০/-
২,০০০/-	৭,৬৮,০০০/-	৭,৫২,০০০/-	১৬,০০০/-
৩,০০০/-	১১,৫২,০০০/-	১১,২৮,০০০/-	২৪,০০০/-
৪,০০০/-	১৫,৩৬,০০০/-	১৫,০৪,০০০/-	৩২,০০০/-
৫,০০০/-	১৯,২০,০০০/-	১৮,৮০,০০০/-	৪০,০০০/-

সঞ্চয় ক্রেডিট ইউনিয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান, কারণ সঞ্চয়ের টাকাই হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের ঋণের ভিত্তি।

-ফাদার চার্লস জে. ইয়াং

ঋণ নিরাপত্তা বীমা তহবিলঃ

ঋণ নিরাপত্তা বা বীমা তহবিল একজন নিয়মিত সদস্যের জন্য খুবই সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়। নীতিমালা অনুসারে সদস্যগন নিয়মিত ঋণের কিস্তি প্রদানের মাধ্যমে মৃত সদস্যের পরিবার অনাদায়ী ঋণের বোঝা থেকে বীমার দ্বারা আর্থিক ভাবে সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

১। ঋণ নিরাপত্তা তহবিল অনুযায়ী একজন সদস্যের মৃত্যুতে ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে গৃহীত ঋণের টাকা বয়স ভেদে নিম্ন ছকানুযায়ী পরিশোধযোগ্য।

মৃতের বয়স	শতকরা	টাকা
সদস্যের বয়স ৬০ বছর বা তার নীচে	১০০%	সর্বোচ্চ ২,০০,০০০.০০ টাকা
সদস্যের বয়স ৬০ বছর দিন হতে ৭০ বছর পর্যন্ত	৫০%	সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা
সদস্যের বয়স ৭০ বছর হতে উর্ধ্বে	২৫%	সর্বোচ্চ ৫০,০০০.০০ টাকা

২। গৃহীত ঋণের প্রতি ২০০০/- টাকার জন্য ১/- টাকা হারে মাসিক প্রিমিয়াম প্রযোজ্য। তবে তা কোন ভাবে ১০০/- টাকার বেশী হবে না।

৩। ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে ৩০ দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিগণকে মৃত্যুর সনদসহ অফিস হতে সরবরাহকৃত ফরমে ঋণ নিরাপত্তা তহবিলের সুবিধা দাবী করতে পারবে।

৪। এই তহবিলের শর্তনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র মৃত্যুর ৯০ দিনের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করা সাপেক্ষে তহবিল প্রাপ্রতা নিশ্চিত করতে হবে। তবে মর্ত থাকে যে যদি কোন সদস্য বাংলাদেশের বাইরে মৃত্যুবরণ করে তবে লাশ দেশে আসার পর দিন থেকে গণনা করা হবে।

৫। আত্মহত্যা জনিত কারণে মৃত্যু হলে এ তহবিল পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অনিয়মিত সদস্য-সদস্যাদের নিয়মিত হওয়ার সুযোগ ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

যে সকল সদস্য/সদস্যা বিভিন্ন সমস্যার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ডিফল্ট রয়েছেন তাদের বই শুধু এক মাসের কিস্তিতে চালু করতে পারবে এবং তাদের সুদ ও জরিমানার টাকা ফ্রিজ করে রাখা হবে, ঋণটি নিয়মিত পরিশোধের পর সুদের টাকা নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে এবং সম্পূর্ণ জরিমানা মকুব করে দেয়া হবে।

১. যাদের ঋণ দীর্ঘদিন অনিয়মিত কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে তারা যদি এককালীন ঋণ পরিশোধ করেন তাহলে তাদের ঋণের জরিমানা সম্পূর্ণ (১০০%) মকুব করা হবে। অবশ্যই ছয় মাসের উর্ধ্বে হতে হবে।
২. ঋণ গ্রহীতার আবেদনের ভিত্তিতে খেলাপী সদস্য-সদস্যাদের নির্ধারিত কার্ড ইস্যু করা হবে এবং পাশ বই অফিসে সংরক্ষণ করা হবে।
৩. প্রদত্ত কার্ডে সুদ ও জরিমানার টাকা আলাদা হিসাবে ফ্রিজ করে রাখা হবে।
৪. বকেয়া ঋণের টাকা খেলাপীর সঙ্গতির আবেদন অনুযায়ী ১২/ ২৪/ ৩৬/ ৪৮/ ৬০/ ৭২/ ৮৪/ ৯৬/ ১২০ সম মাসিক কিস্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে।
৫. খেলাপী তার সঙ্গতি অনুযায়ী মাসের যে কোন সময় থেকেই ঐ মাসের কিস্তি ও ঋণের সুদ সহ তার ঋণ চালু করতে পারবে।
৬. এই নিয়মে খেলাপী তিন মাস নিয়মিত করলে তার জামিনদারগণ অন্যদের জামিন দিতে পারবে এবং ছয় মাস নিয়মিত করলে খেলাপী নিজে অন্যকে জামিন দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৭. এই নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহীতা রিবেট প্রাপ্য হবেন না।
৮. খেলাপী ঋণ পরিশোধ শেষে সুদ ও জরিমানার টাকা সুদ বিহীন সম-মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।
৯. কোন সদস্য-সদস্যা যদি তার খেলাপী ঋণ নিয়মিত পরিশোধ করেন তবে তার জরিমানা পুরো মকুব করা হবে তার পুরস্কার হিসেবে।

দীর্ঘমেয়াদী সেভিংস স্কীম এর নিয়মাবলী ঃ

১। মঠবাড়ী মিশনের ১০ বছরের উর্ধে সকলের জন্য এই স্কীম প্রযোজ্য। এই স্কীম ৫, ১০ ও ১৫ বছর এ তিনটি মেয়াদে খোলা যাবে। একই নামে একাধিক স্কীম হিসাব খোলা যাবে।

২। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে স্কীমের টাকা জমা দিতে হবে এবং জমা দেযার সময় অবশ্যই পাশ বই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৩। যদি কোন মাসে জমা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যত মাসের জমা দিতে ব্যর্থ হবে তত মাসের জমা এক সাথে দিতে হবে। এবং সেই সাথে মোট জমার ৫% মাসিক হারে জরিমানা দিতে হবে।

৪। যার নামে এই স্কীম খোলা হবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর বোনাস সহ স্কীমের উল্লেখিত পরিমাণ টাকা তাকে দেয়া হবে। তবে অনিয়মিত কোন হিসাবে মেয়াদ পূর্তির পর বোনাস পাবে না।

৫। মাসের যে কোন দিন অফিস চলাকালীন সময় উক্ত স্কীমের নতুন হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার পর পরবর্তী মাসের জমা ১০ তারিখের মধ্যে নিয়মিত প্রদান করতে হবে।

৬। যদি কেউ পরপর ছয়মাসের বেশী জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তার স্কীম বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি তার স্কীমের মেয়াদ ১২ মাস পূর্ণ হয় তবে সে আসল ও সেভিংস হারে সুদ পাবে। অন্যথায় শুধু আসল টাকা ফেরত পাবে।

৭। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ হলে ১০০/- টাকা হিসাব খরচ বাবদ প্রদান করতে হবে।

৮। পাশ বই হারালে বা নষ্ট হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে ৫০/- টাকা ফি প্রদানের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট পাশ বই সংগ্রহ করা যাবে।

৯। স্কীমের উল্লেখিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে সদস্য চাইলে আবেদনের মাধ্যমে ঐ স্কীমের মেয়াদ বর্ধিত করতে পারবেন। (যদি ১৫ বছর মেয়াদী না হয়)।

১০ বছর মেয়াদী হিসাবের বিবরণ ঃ

মাসিক জমা	মোট	মূল	বোনাস
১০০/-	৩৮,৪০০/-	৩৭,৬০০/-	৮০০/-
২০০/-	৭৬,৮০০/-	৭৫,২০০/-	১,৬০০/-
৩০০/-	১,১৫,২০০/-	১,১২,৮০০/-	২,৪০০/-
৫০০/-	১,৯২,০০০/-	১,৮৮,০০০/-	৪,০০০/-
১,০০০/-	৩,৮৪,০০০/-	৩,৭৬,০০০/-	৮,০০০/-
২,০০০/-	৭,৬৮,০০০/-	৭,৫২,০০০/-	১৬,০০০/-
৩,০০০/-	১১,৫২,০০০/-	১,১২,৮০০০/-	২৪,০০০/-
৪,০০০/-	১৫,৩৬,০০০/-	১,৫০,৪০০০/-	৩২,০০০/-
৫,০০০/-	১৯,২০,০০০/-	১,৮৮,০০০০/-	৪০,০০০/-

উপরে উল্লেখিত নিয়মগুলি পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা ক্রেডিট কর্মকর্তাদের রয়েছে।

দ্বি-গুণ মুনাফা প্রকল্প ঃ

১. প্রকল্পটি "দ্বি-গুণ মুনাফা প্রকল্প" নামে পরিচিত।

২. এ প্রকল্প ৬.৫ বৎসর সময়ের জন্য প্রযোজ্য। মেয়াদ পূর্তির পর মোট জমার দ্বিগুণ টাকা প্রদান করা হয়।

৩. সকল মেয়াদের ক্ষেত্রে ১৫.৩৮% হারে সুদ হিসাব করা হবে এবং অর্জিত আয়ের উপর কোন প্রকার আয়কর, সার্ভিস চার্জ ও ভ্যাট কর্তন করা হবে না।

৪. প্রতিটি হিসাব ৫০,০০০/- টাকার গুণিতক হিসাবে খোলা যাবে।

৫. এ হিসাব খোলার সময় আমানতকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবেঃ

i. হিসাব খোলার ৬ মাসের মধ্যে মূল টাকা উত্তোলন করা হলে কোন সুদ প্রদান করা হবে না। হিসাব খোলার ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে সঞ্চয়ী হিসাবে উল্লেখিত হারে সুদ হিসাব করা হবে।

১০. যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ক্রেডিট ইউনিয়ন সংরক্ষন করে।

১১. সকল রি-সিডিউল ঋণ এই ঋণের আওতায় থাকবে।

কোন সদস্য-সদস্যা যদি ৪নং নীতিমালার অধীনেও ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হন বা অন্য কোন সুবিধা চান ঋণের কিস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তবে অফিসে আবেদন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

টি.এ. নীতিমালা (টাইম এলোটমেন্ট পলিসি)ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

সমিতির সদস্য-সদস্যাগণ ঋণ গ্রহণ করে সাময়িক সময় আর্থিক সমস্যার জন্য কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন। ফলে তারা রিবেট ও পরবর্তীতে ঋণ প্রাপ্তির অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড বিষয়টি বিবেচনা করে টি.এ. সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

টি.এ. গ্রহণের নিয়মাবলী

১. সমিতির নির্ধারিত আবেদন ফরমে আর্থিক সমস্যা উল্লেখ্য পূর্বক চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী বরাবর আবেদন করতে হবে।

২. ঋণ গ্রহণের পর ছয়টি কিস্তি দেয়ার পর টি.এ. এর জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩. একটি ঋণে ছয় মাসের টি.এ. সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. টি.এ. গ্রহণের পর নির্ধারিত সময় শেষ হলে, বকেয়া ঋণ অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্বের নির্ধারিত ৩৬/৪৮/৬০/৭২/৯৬/১২০ কিস্তি প্রদানের মাধ্যমে ঋণটি পরিশোধ করতে হবে। তবে পুন:নির্ধারিত কিস্তি কোন ভাবেই পূর্বে নির্ধারিত কিস্তির থেকে কম হবেনা।

৫. ঋণ খেলাপী বা অনিয়মিত থাকলে ঐ অর্থ বছরে কোন টি.এ. সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেনা।

৬. টি.এ. চলাকালীন সময়ে শেয়ার জমা, ঋণের সুদ ও ঋণ নিরাপওা স্কীমের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।

৭. টি.এ. চলাকালীন সময়ের মধ্যে খেলাপী হলে সম্পূর্ণ সুদ, সুদের অর্ধেক জরিমানা, বকেয়া ঋণ নিরাপত্তা স্কীম টাকা দিয়ে নিয়মিত করতে পারবেন।

সঞ্চয়ী হিসাব ঃ

ক্রেডিটের সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং মজবুত আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) টাকা সঞ্চয়ী জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সঞ্চিত অর্থের মালিক নিজে অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চিত সমৃদ্ধশালী হিসেবে বিবেচিত। তাই সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চিত অর্থের উপর ক্রেডিট ৫% হারে সুদ প্রদান করে । সদস্যদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান পরিষদ বিনা নোটিশে সঞ্চয়ী উত্তোলন ২০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০,০০০ টাকায় উন্নীত করেছে । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাসের ৫ তারিখের মধ্যে টাকা জমা করলে চলতি মাসের সুদ গণনা করা হয় ।

মাসিক প্রকল্পসমূহ ঃ

১। প্রকল্প দুটির নাম "মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প" ও "দ্বি-মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প"।

২। মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পে ও দ্বি-মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পে নিম্ব তালিকা অনুসারে লাভ প্রদান করা হয়

প্রকল্পের নাম	সর্বনিম্ন জমার পরিমাণ	মেয়াদ	প্রাপ্ত লাভ	সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হবে
মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	৩৬ মাস	৮৪২/- টাকা	প্রতি মাসে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হবে
	১,০০,০০০/-	৬০ মাস	৮৬৭/- টাকা	
দ্বি-মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	৩৬ মাস	১৭৩৩/- টাকা	এক মাস অন্তর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হবে
	১,০০,০০০/-	৬০ মাস	১৭৮৩/- টাকা	

ii. মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে ২০০/- (দুইশত) টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন করা হবে;

iii. আমানতকারীর মৃত্যু হলে ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণকে মৃত্যু সার্টিফিকেটসহ আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে হবে;

iv. মৃত্যুর তারিখের পর হতে উক্ত হিসাবে কোন সুদ প্রদান করা হবে না;

v. আমানতের টাকা হিসাবধারীর/উত্তরাধিকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

৬.হিসাব খোলার সময় হিসাবধারীর ১ কপি পাসপোর্ট ও ১ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের মোট ২ (দুই) কপি রঙ্গিন ছবি প্রদান করতে হবে।

৭.অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যও এ হিসাব খোলা যাবে।

৮.অনিবন্ধিত যে কোন খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান এ হিসাব খুলতে পারবেন।

৯.একক বা যৌথভাবে একাধিক হিসাব খোলা যাবে।

১০.হিসাব খোলার সময় অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত সার্টিফিকেট হস্তান্তরযোগ্য নয়।

১১.মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে নতুন সার্টিফিকেটের জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ২০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় নতুন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

১২.হিসাবধারী এই হিসাবের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারবেন সেক্ষেত্রে প্রতিজনের এক কপি করে পাসপোর্ট/ষ্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন সংযোজন করতে হবে।

১৩.হিসাবধারীর মৃত্যু হলে হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হবে এবং উত্তরাধিকারীকে হিসাবের স্থিতির অর্থ প্রদান করা হবে। কোন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করা না হলে স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পাস্টর এবং চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের সনাক্তকরণ প্রত্যায়নপত্রের মাধ্যমে বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে কেবলমাত্র উত্তরাধীকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে উক্ত অর্থ স্থানান্তর করা হবে।

১৪. প্রয়োজনে এই নীতিমালা ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

মাসিক ডিপোজিট পেনশন স্কীমঃ

১. প্রকল্পটি "মাসিক ডিপোজিট পেনশন স্কীম" নামে পরিচিত।

২. এ প্রকল্প ১০ বৎসর সময়ের জন্য প্রযোজ্য। মেয়াদ পূর্তির পর এ প্রকল্পের টাকা একমাসের নোটিশে উত্তোলন করা যাবে। কিন্তু পেনশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে এ টাকা কমপক্ষে ৩ বছর আমানত হিসাবে সমিতিতে রাখতে হবে। তিন বছরের পূর্বে এ হিসাব ভাঙ্গানো হলে অতিরিক্ত পরিশোধিত পেনশনের টাকা মূল টাকা হতে সমন্বয় করা হবে।

৩. নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ার পর মোট টাকার উপর ভিত্তি করে আমানতকারীকে প্রতি লাখে মাসিক ৮০০(আটশত) টাকা হারে পেনশন প্রদান করা হবে।

৪. সকল মেয়াদের ক্ষেত্রে ৯.৬% হারে সুদ হিসাব করা হবে এবং অর্জিত আয়ের উপর কোন প্রকার আয়কর, সার্ভিস চার্জ ও ভ্যাট কর্তন করা হবে না।

৫. প্রাপ্ত সুদ মূল টাকার সাথে সংযুক্ত (Capitalized) করা হবে। নির্দিষ্ট সময় পর সঞ্চিত আসল টাকা এবং প্রাপ্ত সুদের টাকা আমানতকারীর হিসাবে স্থানান্তর করা হবে এবং মোট টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে পেনশন প্রদান করা হবে।

৬. প্রতিটি ৫০০/১,০০০/২,০০০/৩,০০০/৪,০০০/৫,০০০ টাকার হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার পর প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিয়মিতভাবে টাকা জমা দিতে হবে।

৭. এ হিসাব খোলার সময় আমানতকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবেঃ

i. হিসাব খোলার ৬ মাসের মধ্যে মূল টাকা উত্তোলন করা হলে কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

ii. হিসাব খোলার ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে সমিতিতে প্রচলিত সঞ্চয়ী হিসাবে উল্লেখিত হারে সুদ হিসাব করা হবে এবং ২০০/- (দুইশত) টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন করা হবে;

iii. আমানতকারীর মৃত্যু হলে ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণকে মৃত্যু সার্টিফিকেটসহ আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে হবে;

১। মঠবাড়ী মিশনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক খ্রিস্ট ভক্ত এ প্রকল্পের সদস্য হতে পারবেন ।

২। অফিস চলাকালীন যে কোন দিন আবেদন ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে নগদ টাকা বা চেক জমা দিয়ে প্রকল্প খোলা যাবে ।

৩। চেকের ক্ষেত্রে যে তারিখে টাকা নগদীকরণ হয়ে ক্রেডিটের হিসাবে জমা হবে সে তারিখ হতে হিসাব করা হবে ।

৪। আমানতকারীর দুই কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি ফরমের সাথে সংযুক্ত করে এ প্রকল্পের সদস্য হওয়া যাবে ।

৫। একক বা যৌথ নামে একাধিক হিসাবে খোলা যাবে ।

৬। হিসাব খোলার ছয়মাসের মধ্যে কোন সদস্য হিসাব বন্ধ করলে ছয়মাসে সঞ্চয়ী হিসাবে যে পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়েছে সে পরিমাণ টাকা সমন্বয়/কর্তন করে বাকি টাকা ফেরত দেয়া হবে ।

৭। হিসাব খোলার ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এবং মেয়াদ পূতির পূর্বে যদি কোন সদস্য হিসাব বন্ধ করেন তা হলে সঞ্চয়ী হিসাবে উল্লেখিত হারে সুদ প্রদান করা হবে। সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুদ যদি সুদের চেয়ে বেশী হয় তাহলে মূল টাকা হতে সমন্বয় /কর্তন করে বাকী টাকা দেয়া হবে ।

৮। হিসাব বন্ধের সময় মেয়াদ পূর্তির ক্ষেত্রে ১০০/- (এক শত) টাকা এবং মেয়াদ পূর্তি না হলে ২০০/- (দুই শত) টাকা সার্ভিস চার্জ কেটে রাখা হবে ।

৯। সার্টিফিকেট হারিয়ে বা পুড়ে গেলে কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিতভাবে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হবে । আবেদনপত্রের সহিত ২০০/- (দুই শত) টাকা ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ফি জমা দিতে হবে ।

১০। আমানতকারীর মৃত্যুর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ আমানতকারীর মৃত্যু সনদসহ অফিসকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। আমানতকারীর মৃত্যুর পর হতে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণকে আমানতের মালিক/পরিচালনাকারী হিসাবে পরিগণিত করা হবে। সেক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হিসাবটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত (সঞ্চয়ী হিসাব পরিবর্তনের মাধ্যমে) পরিচালিত বা বন্ধ করা যাবে । এ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে ।

১১। আমানতকারী এক বা একাধিক নমিনি/উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে নমিনি/উত্তরাধিকারীর এক কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযোজন হবে ।

স্থায়ী আমানত (সদস্য) ঃ

সদস্য-সদস্যাদের ভবিষ্যতের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান সাপেক্ষে অধিক মুনাফা প্রদানের লক্ষ্যে স্থায়ী আমানতের উপর নিম্নরূপ হারে সুদ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, সদস্যদের নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে স্থায়ী আমানত ভাঙ্গালে তা মধ্যবর্তী মেয়াদ অনুযায়ী বিবেচ্য হবে। স্থায়ী আমানত খোলার ৬০ দিনের মধ্যে নগদীকরণ করা হলে কোনরূপ সুদ প্রদান করা হয় না।

নিম্নে মেয়াদ অনুসারে সুদের হার ও মেয়াদ পূর্তির পূর্বে আমানত নগদীকরণ করা হলে নিম্ন লিখিত হারে সুদ হিসাব করা হবে।

মেয়াদ	সুদের হার	ক্রমিক নং	স্থায়ী আমানতের মেয়াদ	ভাঙ্গানোর সময়	মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ভাঙ্গালে প্রদত্ত হার
৬ মাস	৮.৫০%	১	৬ মাস	মেয়াদ পূর্তির পূর্বে	সাধারণ সঞ্চয়ী হারে
১২ মাস	০৯.০০%	২	১২ মাস	৬ মাস বা তার পর	৬ মাসের হারে এবং বাকী সময়ের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হারে
২৪ মাস	০৯.৫০%	৩	২৪ মাস	১২ মাস বা তার পর	১২ মাসের হারে এবং বাকী সময়ের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হারে
৩৬ মাস	১০.০০%	৪	৩৬ মাস	২৪ মাস বা তার পর	২৪ মাসের হারে এবং বাকী সময়ের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হারে
৬০ মাস	১০.৫০%	৫	৬০ মাস	৩৬ মাস বা তার পর	৩৬ মাসের হারে এবং বাকী সময়ের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হারে

iv. মৃত্যুর তারিখের পর হতে উক্ত হিসাবে কোন সুদ প্রদান করা হবে না;

v. আমানতের টাকা হিসাবধারীর/উত্তরাধিকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

৮. হিসাব খোলার সময় হিসাবধারীর ১ কপি পাসপোর্ট ও ১ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের মোট ২ (দুই) কপি রঙ্গিন ছবি প্রদান করতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যও এ হিসাব খোলা যাবে।

৯.একক বা যৌথভাবে একাধিক হিসাব খোলা যাবে।

১০.হিসাব খোলার সময় অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত পাশ বই হস্তান্তর যোগ্য নয়।

১১.মূল পাশ বই হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট পাশ বই পাওয়ার জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ৫০/- টাকা আদায় সাপেক্ষে পুনরায় ডুপ্লিকেট পাশ বই ইস্যু করা হবে।

১২.যদি কোন সদস্য মাসিক জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে পরবর্তী মাসে শতকরা ৫ টাকা মাসিক হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে হিসাব চালু করতে পারবেন।

১৩.যদি কোন সদস্য পরপর তিনমাসের অধিক জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে কোন নোটিশ প্রদান ছাড়াই তার হিসাব বন্ধ করা হবে।

১৪.হিসাবধারী তার এই হিসাবের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন। হিসাবধারীর মৃত্যু হলে হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হবে এবং নমিনীকে হিসাবের স্থিতির অর্থ প্রদান করা হবে। কোন নমিনী মনোনয়ন করা না হলে স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পাস্টর এবং চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের সনাক্তকরণ প্রত্যায়নপত্রের মাধ্যমে বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে কেবলমাত্র উত্তরাধিকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে উক্ত অর্থ স্থানান্তর করা হবে।

১৫.এই নীতিমালা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। মাসিক ডিপোজিট পেনশন স্কীম(এমডিপিএস)

হাউজিং ডিপোজিট স্কীম নীতিমালা (HDS Policy) ঃ

সমিতির নিজস্ব জমিতে প্লট বা বিল্ডিং নিমার্ণ করে সদস্য-সদস্যাদের মাঝে বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে প্লট বা ফ্ল্যাট বিক্রয়ের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১.হিসাব খোলার নিয়মাবলী ঃ

(ক) মঠবাড়ী মিশনের যে কোন বয়সের স্থায়ী সদস্য এ হিসাব খোলতে পারবে।

(খ) ক্রেডিট ইউনিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(গ) দুই কপি(এককপি স্ট্যাম্প) ছবিসহ আবেদন করতে হবে।

২. সর্বনিম্ন মাসিক জমার পরিমাণ ১০০.০০ টাকা।

৩. এই স্কীমে সুদের হার বার্ষিক ৮% প্রদান করা হবে।

৪. এ স্কীমে জমাকৃত টাকা ক্রেডিটের শেয়ারের সাথে গুণক হিসেবে ঋণ প্রদান করা হবে।

৫. নিজের বা পরিবারের যে কোন একজনের ঋণের বিপরীতে জামিন প্রদান করা যাবে।

৬. এ স্কীমে নিয়মিত জমা প্রদান না করা হলে প্রতি মাস হিসেবে ৫.০০ টাকা করে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

৭. এ স্কীমে বার্ষিক হিসাব খরচ বাবদ ৫০.০০ টাকা কর্তন করা হবে।

৮. প্লট বা ফ্ল্যাট ক্রয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই হিসাব থাকতে হবে।

৯. নির্ধারিত ফরমে আবেদনের মাধ্যমে হিসাব বন্ধ করা যাবে।

১০. হিসাব বন্ধের ক্ষেত্রে হিসাব বন্ধ খরচ ১০০.০০ টাকা কর্তন করা হবে।

১১. নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে এ স্কীমের হিসাব থেকে নগদ বা সঞ্চয়ী হিসেবে স্থানান্তরের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

১২. হিসাবধারীর মৃত্যুজনিত কারণে হিসাব বন্ধ করার জন্য নমিনী/মনোনিত অভিভাবককে আবেদন করতে হবে।

১৩. হিসাবধারীর মৃত্যু সংক্রান্ত ডাক্তারের সনদপত্র/পালপুরোহিত কর্তৃক সনদ পত্র দিতে হবে।

১৪. নাবালক/নাবালিকা নমিনির ক্ষেত্রে পালপুরোহিত/চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অভিভাবক সনাক্তকরণ পত্র দিতে হবে।

১৫. এই নীতিমালা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিবর্তন,পরিবর্ধন,সংযোজন, সংযোজন, বিয়োজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।